দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26 JAN.1991 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

10

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা

১৯৯০-'৯১ শিক্ষা মরশুমে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ১০ হাজারেরও বেশী ছাত্রছাত্রী। অথচ দেশের বিভিন্ন কলেজে আসন সংখ্যা মাত্র ১২৯০। অর্থাৎ যারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র দশভাগের পক্ষে মেডিক্যাল শিক্ষার সুযোগ মিলবে। এবং শতকরা ৯০ ভাগকেই বিদায় নিতে হবে। তারা বঞ্চিত হবে মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ থেকে।

প্রায় এক যুগ ধরেই চলছে এই অবস্থা। উচ্চশিক্ষার সকল শাখাতেই বিরাজ করছে এই পরিস্থিতি। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই মাত্র অতি অল্প সংখ্যকই লাভ করছে নিজেদের পছন্দসই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা। অথচ অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, যারা এসব ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে, তাদের পছন্দসই বিষয় পঠন-পাঠনের ন্যূনতম যোগ্যতা আছে। এবার যারা মেডিক্যালে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। অথচ সুযোগের অভাবে তাদের অধিকাংশের জন্য মেডিক্যাল কলেজের দ্বার রুদ্ধ।

অথচ দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক আছে, একথা বলা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার বিচারে আমাদের দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা অতি নগণ্য। একটি দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে যে সংখ্যক ডাক্তার প্রয়োজন, আমাদের তা নেই। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবও প্রকট। অন্যদিকে আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। এর অনেক কারণ আছে; তবে প্রধান কারণ হল চিকিৎসকের অভাব। সুতরাং দেশে যে আরো চিকিৎসকের প্রয়োজন, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর প্রতি বছর মাত্র ১২৯০ জন ছাত্রছাত্রীকে মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ দিয়ে অর্থাৎ বছরে প্রায় ঐ সংখ্যক চিকিৎসক গড়ে তুলে দেশে চিকিৎসকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা যাবে না।

তাছাড়া, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও ডাক্তারের চাহিদা আছে। আমাদের দেশের অনেক চিকিৎসক সেখানে এবং অন্যান্য দেশে কর্মরত আছেন। তবুও চাহিদা ফুরিয়ে যায়নি। সব মিলিয়ে আমাদের প্রতি বছর আরো অনেক বেশী চিকিৎসক গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে না।

এই সমস্যার একটিই সমাধান আছে। আর তা হলঃ দেশে আরো মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ। আমাদের সেই ব্যবস্থাই নিতে হবে-এছাড়া কোন বিকল্প নেই।

এক্ষেত্রে সমস্যা অনেক। প্রধান সমস্যা সম্পদের। এছাড়া সমস্যা আছে উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামের। তবু ডাক্তারের চাহিদার কথা এবং ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনা করে আরো মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়ানোর ফলে শিক্ষার মানের যেন অবনতি না ঘটে।